২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২০ আষাঢ় ১৪২৪, ০৬ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং তাঁর পরিবারের যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন- তাঁদেরকে। আমি স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি ৩০ লাখ শহীদ ও দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে - যাঁদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রাম করেছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য। তাঁরই নির্দেশে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি, সে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। এই স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল একটিই; বাংলাদেশের শোষিত-বঞ্চিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের আর্থসামাজিক মুক্তি অর্জন এবং তাদের সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত করা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন; যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের কর্মসূচিও তিনি দিয়েছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব এখন আমাদের উপর, এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই আমরা দেশকে নিয়ে যেতে পারি উন্নততর অবস্থানে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নতির পথ সহজতর হয়েছে।

উন্নয়নের সকল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের কিছু বাড়তি শ্রম দিতে হবে। সরকারের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

একটা লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সে ধরণেরই একটি কর্মপরিকল্পনা। সরকারি কর্মচারিদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পৃথিবীর বেশকিছু দেশে ফলাফলভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন কার্যক্রম চালু রয়েছে।

প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ Allocation of Business, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১, জাতিসংঘ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারি অন্যান্য নীতিমালার আলোকে স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আজ একটি চুক্তি করবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি, তিনি আমার পক্ষে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রথম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজ চতুর্থ বারের মত এ চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার আলোকে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একটি কাঠামো অনুসরন করা হয়। এই পদ্ধতির আওতায় প্রতিবছর প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব একটি কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। একইভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধান মাঠপর্যায়ের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি আমরা আগেই বিবেচনা করেছি। সরকার সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন শতকরা ১২২% বাড়িয়েছে। এতে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে আরো বেশি স্বাচ্ছন্দ ও সচ্ছলতা এসেছে। ফলে অফিসের কাজে তারা আরো বেশি মনোযোগী হতে পারবে। বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থেকে কাজ করলে সরকার, প্রশাসন ও জনগণ সবাই উপকৃত হবে।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে একটি মধ্য-আয়ের অর্থনীতিতে পৌঁছে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। 'রূপকল্প-২০২১' এর পথ ধরে নিম্ন-আয়ের বলয় ভেঙ্গে ইতোমধ্যে আমরা পরিণত হয়েছি নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে। আমরা প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে এবং শিশু-মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হই।

বিগত কয়েক বছরে দারিদ্র্য-হার উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের গড় আয়ুস্কাল (৭১ বছর ৬ মাস) ও শিক্ষার হার (৭১%)। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় ১৬০২ মার্কিন ডলার। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৪%, যা বিগত কয়েক বছর উর্ধ্বমুখী রয়েছে। এখন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৯০% আমরা নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করতে পারছি। এ পর্যায়ে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে ২০৪১ সালে যে সময়ের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে উন্নত অর্থনীতির সারিতে নিয়ে যেতে সক্ষম হব বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের মত দেশে সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের প্রত্যাশার প্রতি সংবেদনশীল থেকে সুশাসন নিশ্চিত করা। পরিবর্তনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে আমাদের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে স্বল্প সম্পদ দিয়ে অনেক দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতা। নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ- ইত্যাদি দায়িত্ব সরকারকেই পালন করতে হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বিশেষত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সর্বদাই নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সামর্থের সীমাবদ্ধতা ছাড়াও পণ্য ও সেবা সংগ্রহ হচ্ছে আরেকটি চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্র। পরিবেশের অবক্ষয় রোধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব অনেক। সুশাসনের পথে এ সকল চ্যালেঞ্জ নিয়ত বিদ্যমান; এগুলো মোকাবেলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের অন্যতম কাজ।

আমাদের মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী, কিন্তু সরকারের কার্যাবলি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে বণ্টিত। প্রত্যাশিত মান বজায় রেখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্বাধীন কার্যাবলী সম্পাদন নিশ্চিত করার লক্ষেই চালু করা হয় ফলাফলভিত্তিক সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা জিপিএমএস। সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কার্যকর জিপিএমএস গড়ে উঠছে।

বিদ্যমান জিপিএমএস অনুযায়ী প্রতিবছর প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব একটি কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। একইভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণ মাঠপর্যায়ের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ধাপে ধাপে লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়ায় প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন। ফলে সামগ্রিকভাবে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়, দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে এ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিবগণ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এ চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয় সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন। এ লক্ষ্যে গঠিত কারিগরি কমিটি এবং জাতীয় কমিটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি।

আপনাদের সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...